

যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ৭৪৪

১/ বিবিধ

আরবী

من توضأ ومسح عنقه لم يغل بالأغلال يوم القيامة
موضوع

رواه أبو نعيم في " أخبار أصبهان " (2 / 115) : حدثنا محمد بن أحمد بن محمد:
حدثنا عبد الرحمن بن داود حدثنا: عثمان بن خرزاذ: حدثنا عمرو بن محمد بن
الحسن المكتب: حدثنا محمد بن عمرو بن عبيد الأنصاري عن أنس بن سيرين عن
ابن عمر أنه كان إذا توضأ مسح عنقه ويقول: فذكره مرفوعاً
أورده في ترجمة عبد الرحمن بن داود هذا وهو أبي محمد الفارسي وقال فيه: " كان
من الفقهاء كثير الحديث " ، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، ولم أجده عند غيره.
وشيخه محمد بن أحمد بن محمد هو إما أبو بكر المعدل فهو ثقة أمين كما قال أبو
نعيم في ترجمته (2 / 900) ، وإما أبو عثمان بن أبي هريرة قال في ترجمته (2 / 296)
: " أحد العباد والأخيار، سمع الكثير صاحب أصول وكتب كثيرة " . والأقرب الأول.
والله أعلم

وبعد كتابة ما تقدم رأيت ابن عراق قال في " تنزيه الشريعة " بعد أن ساق الحديث عن
أبي نعيم: " وفيه أبو بكر المفيد شيخ أبي نعيم، قال الحافظ العراقي: وهو آفته " . قلت:
وهذا متهم كما قال الذهبي وتبعه الحافظ ابن حجر في " اللسان " . وقد كنت ذكرت
عند حديث " مسح الرقبة أمان من الغل " رقم (69) أنه محمد بن أحمد بن علي
المحرم، والآن رجعت عنه لما وقفت على إسناد الحديث عند أبي نعيم، وإنما أو قعني

في ذلك الخطأ

أني كنت نقلته بواسطة الحافظ ابن حجر وهو لم يذكر في سند الحديث اسم جد هذا الشيخ، فلما وقفت عليه عند أبي نعيم إذا باسم جده (محمد) ، فتيقنت أنه ليس ذلك المحرم فهو أحد هؤلاء الثلاثة الذين ذكرتهم هنا، وقد رأيت أن الحافظ العراقي جزم بأنه أبو بكر المفيد، وهو حجة في هذا العلم. فالعمدة عليه في تعيين الرجل. والله أعلم. وفي السند رجل آخر ضعيف جدا، وهو محمد بن عمرو بن عبيد الأنصاري وهو بصري، وقد حكيت أقوال العلماء في تضعيفه هناك وقد تبين لي الآن علة ثالثة وهي عمرو بن محمد بن الحسن ترجمه الخطيب فقال (12 / 204) : " هو الزمن المعروف بالأعسم، بصري سكن بغداد ". ثم روى عن الدارقطني أنه قال فيه: " منكر الحديث " وفي رواية أخرى عنه: " كان ضعيفا كثير الوهم ". وفي " اللسان " : " قال الحاكم: ساقط روى أحاديث موضوعة عن قوم لا يوجد في حديثهم منها شيء ". وذكر عن ابن حبان والنقاش نحوه. قلت: فتعصيب التهمة به في هذا الحديث أولى من تعصيبها بشيخ أبي نعيم، لأنه فوقه في السند، وأوهى منه، والله أعلم

বাংলা

৭৪৪। যে ব্যক্তি উয়ু করল এবং তার কাধ মাসাহ করল, তাকে কিয়ামতের দিন গলা বেড়ী দেয়া হবে না।

হাদীছটি জাল।

এটিকে আবু নোয়াইম "আখবারু আসবাহান" (২/১১৫) গ্রন্থে মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ হতে তিনি আব্দুর রহমান ইবনু দাউদ হতে তিনি উসমান ইবনু খারযায় হতে তিনি আমর ইবনু মুহাম্মাদ ইবনিল হাসান আল-মুকতিব হতে তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আমর ইবনে ওবায়দ আল-আনসারী আল-বাসরী হতে ... বর্ণনা করেছেন।

তিনি আব্দুর রহমানের (তিনি হচ্ছেন আবু মুহাম্মাদ আল-ফারেসী) জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে হাদীছটি উল্লেখ করে বলেছেনঃ তিনি বহু হাদীছ বর্ণনাকারী ফাকীহগণের একজন ছিলেন।

তিনি তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি। তাকে তার নিকট ছাড়া আর কারো নিকট দেখছি না। আর তার শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ যদি আবু বাকর আল-মুয়াদ্দিল হন তাহলে তিনি নির্ভরযোগ্য বিশ্বাসী যেমনটি আবু নোয়াইম তার জীবনীতে (২/৯০০) বলেছেন। আর যদি আবু উছমান ইবনু আবী হুরাইরাহ হন,

তাহলে তিনি হচ্ছেন একজন আবেদ ও উত্তম ব্যক্তি..।

প্রথমটিই সঠিকের নিকটবর্তী।

ইবনু ইরাক "তানীহুশ শারীয়াহ" গ্রন্থে বলেনঃ এর মধ্যে আবু নোয়াইমের শাইখ আবু বাকর আল-মুফীদ রয়েছেন। তার সম্পর্কে হাফিয় ইরাকী বলেনঃ তিনিই হচ্ছেন হাদীছটির সমস্যা।

আমি (আলবানী) বলছিঃ তিনি মিথ্যার দোষে দোষী। যেমনটি যাহাবী এবং তার অনুসরণ করে হাফিয় ইবনু হাজার "আল-লিসান" গ্রন্থে বলেছেন। আমি (৬৯ নং) হাদীছের আলোচনায় বলেছিলাম যে মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইবনে আলী আল-মুহরেম, আমি বর্তমানে তা হতে প্রত্যাবর্তন করছি এবং বলছি যে, মুহাম্মাদের দাদার নাম মুহাম্মাদ, আলী আল-মুহরেম নয়। কারণ ইবনু নোয়াইমের নিকট হাদীছটির সনদ সম্পর্কে অবহিত হয়েছি।

এ সনদটিতে আরেক বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনু আযর ইবনে ওবায়দ আল-আনসারী আল-বাসরী রয়েছেন, তিনি নিতান্তই দুর্বল। ৬৯ নং হাদীছে আলেমদের ভাষ্য উল্লেখ পূর্বক তার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আমার (আলবানীর নিকট) হাদীছটির আরেকটি সমস্যা প্রকাশিত হয়েছে, সেটি হচ্ছে আমার ইবনু মুহাম্মাদ ইবনিল হাসান আল-মুকতিব। তার সম্পর্কে আল-খাতীব "আত-তারীখ" (১২/২০৪) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, দারাকুতনী বলেনঃ তিনি মুনকারুল হাদীছ। অন্য এক বর্ণনায় বলেনঃ তিনি ছিলেন দুর্বল, বহু সন্দেহপ্রবণ।

"আল-লিসান" গ্রন্থে এসেছে, হাকিম বলেনঃ তিনি সাকেত, এক সম্প্রদায় হতে বহু জাল হাদীছ বর্ণনা করেছেন। সেগুলোর কোনটিই তাদের হাদীছগুলোর মধ্যে পাওয়া যায় না।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এ হাদীছটির ব্যাপারে আবু নোয়াইমের শাইখকে দোষারোপ করার চেয়ে তাকে দোষারোপ করাই বেশী উত্তম হবে। কারণ এ বর্ণনাকারী সনদের উপর পর্যায়ের ব্যক্তি।

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — <https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=71623>

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন